রঙ্গপট

নাট্যপত্র ২০২০



শ্রদ্ধার্ঘ্য ক্রোড়পত্র :

চন্দন সেন



an odyssey for seventeen years

RANGAPAT

68A/174 Raja S.C. Mullcik Road, Kolkata-700 092 call us : 9830407981 9830556080
visti us : www.theatrerangapat.com write us : theatrerangapat@gmail.com
facebook : RANGAPAT-life on theatre youtube : rangapat15@gmail.com twitter : Rangapat2004

নাট্যপত্র ২০২০

সপ্তদশ সংখ্যা

সম্পাদক

ডা. তপনজ্যোতি দাস

সম্পাদনা সহযোগী

অজিত কর্মকার। নিতাই মজুমদার

দফতর ও অক্ষরবিন্যাস

সুব্রত রায়। রঙ্গপট প্রকাশন

জনসংযোগ ও বিপণন

হরিকমল পাল। সত্যজিত মুখার্জী। মনজয়ী ঘোষ। সুভাষ মণ্ডল

প্রকাশনা সহযোগী

ড. শ্যামলী মুখোপাধ্যায়। কাজল দাশগুপ্ত। সুশ্যামল সাঁপুই। অর্ঘ্য সেন

প্রচ্ছদ। অলংকরণ

সমীর আইচ

মুদ্রণ

শ্রেয়ান্স। মিস্ত্রী কোম্পানি। ৮১/১ রিজেন্ট এস্টেট। কলকাতা-৯২

রঙ্গপট নাট্যদলের পক্ষে : আশিষ কর্মকার কর্তৃক ৬৮এ/১৭৪, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৯২ থেকে প্রকাশিত


শ্রদ্ধার্ঘ্য ক্রোড়পত্র
নাট্যকার
চন্দন সেন
নির্দেশক। সমাজচিন্তক



চন্দন সেনের যাপন ও সৃজন প্রবাহ

সোনার মাথাওয়ালা চন্দন

কমল সাহা

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। সেখানে নায়কের মৌলিক অসুখ, তার কণ্ঠে আটকে গেছে সূর্যগোলক। তিনটি দর্শন জানতে গিয়েই তার গলা থেকে নির্গত হয় অসংখ্য পিংপং বল যা ড্রপ খায় সর্বত্র। পৃথিবীটাও ওই পিংপং বলের মতো ড্রপ খাচ্ছে। মধ্যবিত্ত যন্ত্রণার গহনে অযৌক্তিক বিস্ময়ের নাটক।

চন্দন সেন প্রণীত ৩৭ তম নাটক 'সোনার মাথাওয়ালা মানুষ।' সেখানে নায়কের মৌলিক অসুখ, তার মাথা ফেটে যাবার পর ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্ত বেরুবার পরিবর্তে বেরিয়ে আসছে গলিত সোনা! সেই নির্গত সোনায় ভেসে যাচ্ছে ঘর। লোভী মানুষের দল ওই ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি করছে; হরণ করছে; সুলতান বানাচ্ছে; তার ক্ষতস্থান খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রয়োজন মতো সোনা বের করে নিচ্ছে। স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর মানুষের কাছে প্রাণের চেয়েও সোনার দাম বেশি! মনুষ্যত্বহীনতার দহনে অস্থির হয়ে ওঠে সোনার মাথাওয়ালা মানুষ— সে সমস্ত ঐশ্বর্য, সুলতানের বিলাসী জীবন, সম্পদের মোহ ত্যাগ করে ফিরে আসে নিজের গ্রামে। মাঝির ছেলে নৌকা ভাসায় নদীতে, বইঠা টানে আর গান গায়। সম্পদের জন্যে যারা অপরের রক্ত চোষে তারা কী মানুষ?

আমাদের আলোচ্য নাট্যকার চন্দন সেন প্রথম যৌবনে দিল্লিতে এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরেই টের পান, সততার সঙ্গে সেখানে কাজ করা সম্ভব নয়। উড়ো ফোন আসে : বাঁচতে চাইলে ঘুষ নিতেই হবে। না-নিলে লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না!

শুধু প্রাণের টানে নয়। নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে তিনি সেই চাকুরি ছেড়ে ফিরে আসেন; চাকদহের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন যৎসামান্য বেতনে। দিল্লিতে থাকলে গোটা চারেক গাড়ি, গোটা তিনেক বাড়ি হবার কথা। অর্থাৎ সোনার মাথাওয়ালা চন্দন, যে মনে করে রক্তকে যারা সোনা মনে করে তারা পাষণ্ড ! এভাবেই আমরা ফিরে পাই আমাদের সোনার চন্দন।

দুই

'রঙ্গপট' নাট্যপত্র ইতিমধ্যেই একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেছে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত আর কোনো নাট্যপত্রের এইরকম ধারাবাহিকতা নেই। বিগত ১৬টি সংখ্যায় এক-একজন বিশিষ্ট নাট্যপ্রতিভার সৃজন ও জীবন প্রবাহ নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি ক্রোড়পত্রই শতাধিক পৃষ্ঠার গবেষণামূলক আলোচনা। সঙ্গে অসংখ্য চিত্রসংগ্রহ। বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ ও রঙ্গপট-এর যৌথ নির্মাণ। প্রতিটি ক্রোড়পত্রই থিয়েটারের অমূল্য সম্পদ, গবেষকদের স্বর্ণখনি, আলোচ্য প্রতিভার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

পূর্ব প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে যাঁরা স্থান পেয়েছেন :

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অসিত মুখোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত
বাদল সরকার
বিজন ভট্টাচার্য
বিভাস চক্রবর্তী
মনোজ মিত্র
মোহিত চট্টোপাধ্যায় (২বার)
রমাপ্রসাদ বণিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শম্ভু মিত্র
শিশিরকুমার ভাদুড়ি
শ্যামল ঘোষ
হাবিব তনবির

একজন গবেষক প্রায় সারা বছর এই প্রকল্পে নিমগ্ন থাকেন; এক একটা নতুন সংগ্রহে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েন। অনন্ত প্রতিভার অধিকারী এই সব নাট্যশিল্পীরা আমাদের থিয়েটারকে কত কিছু দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন; আমরা এইটুকু সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত।

এবার আমরা চন্দন সেনের নাট্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা 'রঙ্গপট', তাঁর লেখা 'চতুষ্পাপ' নাটকটি এখন অভিনয় করছি। তাঁর সমগ্র সৃজনকে চার পর্বে ভাগ করে চতুষ্পাঠ গ্রহণ করা যায়। স্কুল শিক্ষক চন্দন সেন, নাট্য নির্দেশক চন্দন সেন, রাজনৈতিক কর্মী চন্দন সেন এবং নাট্যকার চন্দন সেন। আমাদের কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাট্যকার চন্দন সেন। এখানে আমরা তাঁর ২৫০টি নাটকের মর্মকথা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। এর সঙ্গে কবিতা, গদ্য রচনা, গ্রন্থ পরিচয়, নাট্যদলের কথা... ইত্যাদি। তিনি এখন ৭৬ বছরের যুবক। একসঙ্গে চারটে নাটক লিখছেন। নিয়মিত রিহার্সালে যাচ্ছেন। সভা সম্মেলন সেমিনার বক্তৃতা তো আছেই। যা-কিছু করেন সব সোনা হয়ে যায়। হবেই তো। সোনার মাথাওয়ালা চন্দন, এটাই তো প্রত্যাশিত। এই সুযোগে ব্যক্তিগত লাল সেলাম। কমরেড চন্দন সেন দীর্ঘজীবী হোন।



যাপন চিত্র

(১৯৪৪-২০২০)

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের প্রিয় কবি নাট্যকার চন্দন সেনের যাপনচিত্র আহরণ করেছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি তাঁর জীবনযাত্রা, গতিপথ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি তাঁর কথাবার্তাও। বরিশাল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা একটি চার বছরের শিশু কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের জলবাতাসে আজকের প্রবীণ নাট্যকার হয়ে উঠলেন সেই কথা খুব সংক্ষেপে জানা যাবে এই কালানুক্রমিক এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা চূর্ণীতে। কিছু কিছু বিষয় আরোপিত এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর ভাবনা, চিন্তা ও রচনার বিষয় ইত্যাদি মনে রাখলে এগুলিও আমাদের জানা দরকার। আমরা তাঁর জীবনী লিখছি না কিন্তু পরবর্তীকালে কেউ যদি লেখেন তার একটা মানচিত্র রেখে যাচ্ছি। একজন শিল্পীর জীবন না জানলে তাঁর শিল্প জানব কীভাবে? ভ্যান গগের চিত্রকলার মধ্যে কতখানি অভিমান লুকিয়ে আছে তা জানতে গেলে তাঁর ট্র্যাজিক জীবন তো জানতেই হবে।

চন্দন সেনের নাটকে আমরা যে অদ্ভুত লৌকিক গল্প এবং গ্রামজীবনের ছবি পাই; তাঁর রচনায় যতরকম বিচিত্র পেশার মানুষ সমবেত হয়; সেই সব চরিত্রগুলি যে-সব কথাবার্তা বলে তা ঘরে বসে লেখা যায় না। এগুলো কল্পনা নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় জারিত। আমরা জানি, তাঁর পিতৃদেব ডাক্তার ছিলেন; সরকারী হাসপাতালের কর্মী; ভ্রাম্যমাণ জীবিকা। পশ্চিমবঙ্গের জেলায়-জেলায় থাকতে হয়েছে তাঁকে। বহু রকমের মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছেন চন্দন সেন। কথা ছিল চন্দনও ডাক্তার হবেন। তা হয়নি। বাবার ছিল অপারেশন থিয়েটার; ছেলের হল অপরিসীম থিয়েটার। আমরা পেলাম বেশ কিছু উজ্জ্বল নাটক। তিনি রাজনীতিও করেছেন খুব মনপ্রাণ দিয়ে। এই অধ্যায়ে সে-দিকটা বেশ দুর্বল। এর কারণ, সংগ্রাহক নিজেই খুব দুর্বল। ক্ষেত্রসমীক্ষার শক্তি নেই। তাছাড়া এ-ব্যাপারে জ্ঞান কিংবা আগ্রহও সামান্য। চন্দন সেনের রাজনৈতিক জীবন স্বয়ং চন্দন সেন লিখবেন নিশ্চয়। পারিবারিক ঘটনাও খুব অল্পই থাকছে। মূলত এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর জীবনপথ ছুঁয়ে গিয়েছি, আলিঙ্গন করিনি, তেমন সম্পৃক্ত হইনি।



বাবা-মা-দাদার সঙ্গে সস্ত্রীক চন্দন সেন

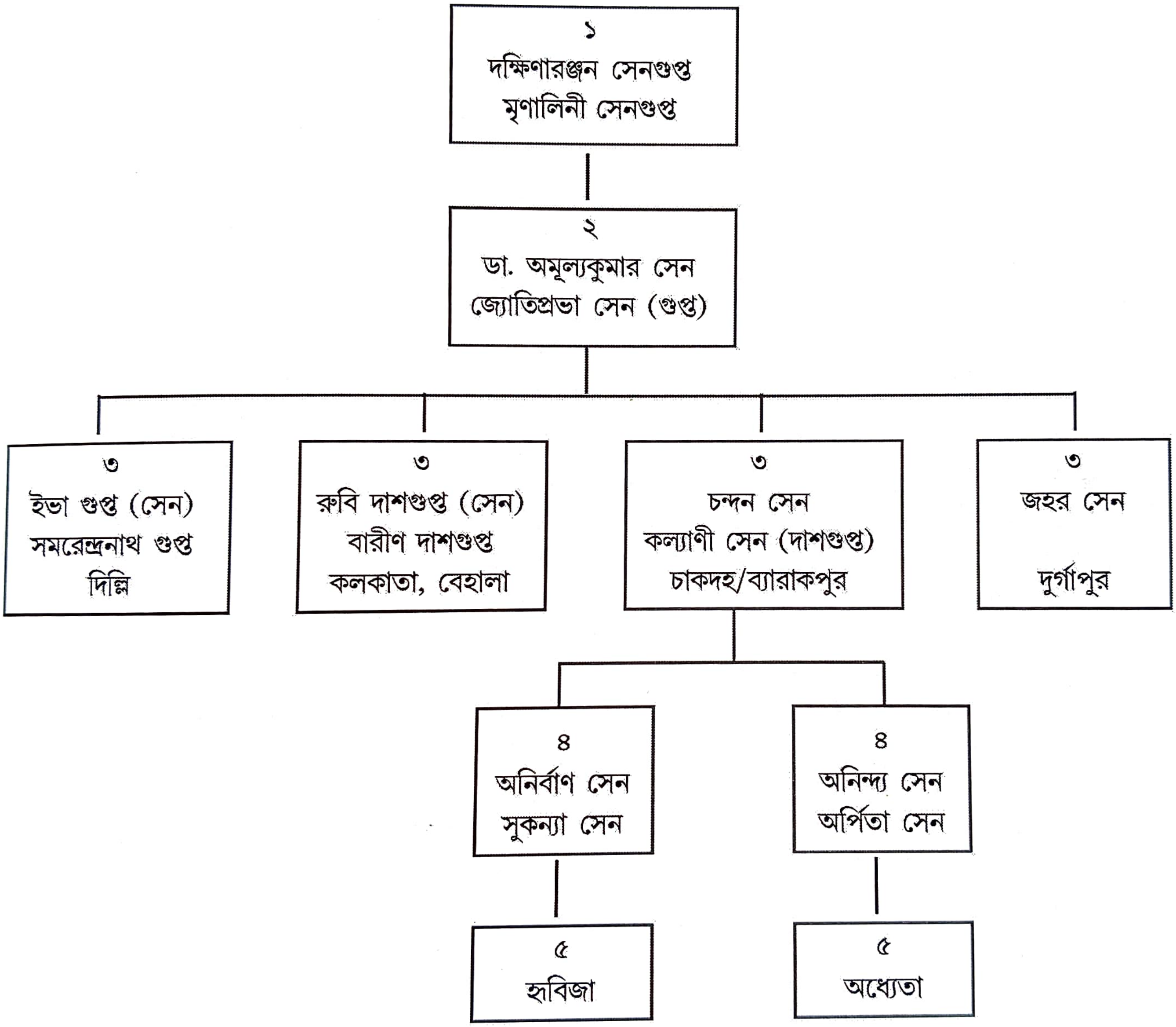


সস্ত্রীক চন্দন সেন

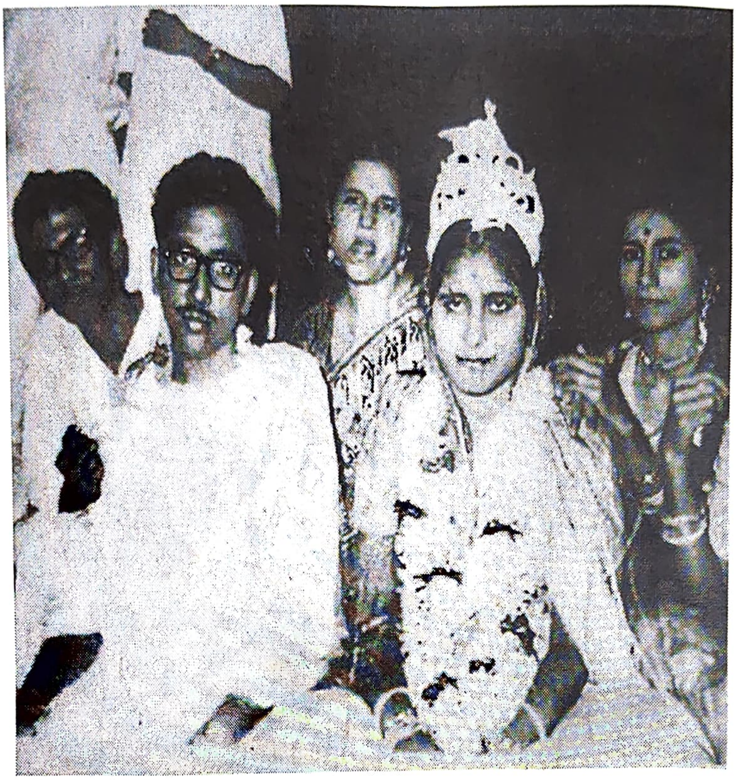


সপরিবার

বংশলতিকা । চন্দন সেন



দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত উত্তরপাড়ায় বার্লির ব্যবসা করতেন;
অমূল্যকুমার সরকারী হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তার ছিলেন।



বিবাহের দিনে



ঘরোয়া মেজাজে

১৯৪৪

অস্থির সময়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েও হয়নি। মহামন্বন্তরে মরে গিয়েছে ৫০,০০,০০০ মানুষ এই বাংলায়। সবে গড়ে উঠেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA. মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ— এই কথা বলে বিদায় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নেতাজি চাইছেন রক্তের বদলে স্বাধীনতা। তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক বোমা। বৃটিশ প্রশাসন ধ্বংস করছে ভারতের যা কিছু অহংকারের সম্পদ। অস্থির উন্মত্ত বিভ্রান্ত সময়।

১১ জানুয়ারি। সোনারঙ গ্রামে, ঢাকা বিক্রমপুরে জন্ম নিলেন চন্দন সেন। মা জ্যোতিপ্রভা সেন; বাবা অমূল্যকুমার সেন। আদি নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুর, পূর্ববঙ্গ। বাল্যকাল গৈলা, বরিশাল, পূর্ববঙ্গ। বাবা একজন মানবদরদী এবং নাট্যপ্রেমী চিকিৎসক। মা গৃহবধূ। চন্দন তৃতীয় সন্তান, প্রথম পুত্র।

১৯ মার্চ। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার পতাকা প্রথম উত্তোলন। আজাদ হিন্দ্‌বাহিনী উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়; INA-এর সঙ্গে থাকে জাপানি ফৌজ।

২৪ অক্টোবর। শ্রীরঙ্গমে IPTA-এর 'নবান্ন' নাট্য উদ্বোধন। বিজন ভট্টাচার্যের অনন্য সৃষ্টি। দিনলিপিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি : এঁরা কেউ নাম করা আর্টিস্ট না হয়েও কীভাবে এমন অসাধারণ নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুললেন? আসলে এঁরা সব দেশপ্রেমিক, শিল্পী— এঁরা শুনতে পেয়েছেন ভারতের মর্মবাণী...।

১৯৪৬

১৮ ফেব্রুয়ারি। বোম্বাই বন্দরে নৌবিদ্রোহ। পাঁচদিনের লড়াই। ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে নাবিকদের মরণপণ যুদ্ধ; কংগ্রেস নেতাদের ব্রিটিশ তোষণ। তখন শম্ভু মিত্র বোম্বাই শহরে, তিনি শুনেছিলেন কামানের গর্জন; এই নৌবিদ্রোহ নিয়েই 'কল্লোল' লিখবেন উৎপল দত্ত; চন্দন সেন লিখবেন 'সিন্ধুভৈরবী'।

১৬ আগস্ট। Direct Action, মুসলিম লিগের 'Great Calcutta Killing'। কলকাতায় একদিনে নিহত ৫০০০, আহত ১৫,০০০ মানুষ!

১৯৪৭

৬ জানুয়ারি। All India Congress Committee দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটির পক্ষে ৯৯, বিপক্ষে ৫২ ভোট পড়ে। চন্দন সেন অণুবীক্ষণ নাটকটি লিখবেন উদ্বাস্তুসংকট নয়। ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণায় সবথেকে কষ্ট পাবেন ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য।

১৪ অগস্ট। ভারত বিভাগ সম্পন্ন ও নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হয়।

১৫ অগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় দেশবিভাগের পরে। উঠে যায় ব্রিটিশ শাসন। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যায়, কমিউনিস্ট পার্টি বলে, এ আজাদি ঝুঠা হ্যায়। শচীন্দ্র সেনগুপ্ত লেখেন 'এই স্বাধীনতা' নাটক।

সেপ্টেম্বর। তথাকথিত স্বাধীনতার মাসখানেক বাদে অমূল্য কুমার সপরিবার এপার বাংলার চলে আসেন। তখন চন্দনের বয়স তিনবছর। এই উদ্বাস্তু পরিবারটি কলকাতায় এসে ঠাঁই পায় তালতলায় উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে। এখানে কিছুদিন থাকার পর আশ্রয় জোটে বাঁশদ্রোণী রিফিউজি কলোনিতে।

১৯৪৮

এ-বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল অবস্থায় এসে সরকারী হেলথ্ সেন্টারে কর্মজীবন শুরু করেন চন্দন সেনের পিতৃদেব ড. অমূল্যকুমার সেন। জন্মভূমি থেকে বৃন্তচ্যুত হবার পর কিছুদিন থাকতে হয়েছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। কিন্তু খুব তীব্র আর্থিক দুর্বিপাকে পড়তে হয়নি কারণ তিনি ছিলেন শিক্ষিত মানুষ, আর মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দায়বদ্ধতা।

গান্ধী হত্যার পর থেকেই সরকারের দৃষ্টি কমিউনিস্টদের প্রতি বেশি করে পড়ে। শুরু হয় নানাবিধ পীড়ন। পার্টিকর্মীদের কাজকর্ম দুরূহ হয়ে ওঠে। অখণ্ড CPI অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বিপাকে পড়ে। কংগ্রেস প্রচার করতে থাকে তারা শত্রু! স্বাধীনতাকে বলে মিথ্যে!

১৯৪৯

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে একটি হেল্‌থ সেন্টার স্থাপন করেন। অমূল্যকুমার সেখানে যোগদান করেন প্রধান চিকিৎসক রূপে। তাঁর পুরো পরিবার সেখানে থাকবার জায়গা পায়। সরকারী চাকুরি। এই সময় চন্দন সেনকে কুকুরে কামড়ায়; তাঁর বাবা শিশুটির পেটে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ১৪টি বড় ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। এখানেই প্রথমবার মঞ্চে ওঠেন পাঁচবছরের

বালক চন্দন। কর্মসূত্রে অমূল্যকুমার যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিবারটি বেথুয়াডহরিতে ছিলেন বছর দুয়েক।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। CPI-এর বড় বড় নেতা কারারুদ্ধ, স্বাধীনতার পরই রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার হরণ।

১৯৫০

পলাশীতে সরকারী নতুন হাসপাতাল, মীরা হেল্‌থ সেন্টার উদ্বোধন। এখানের ইন-চার্জ হয়ে যোগদান করেন অমূল্যকুমার। সাধারণত সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারদের তিন বছর বাদে-বাদে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু 'পাগলা চণ্ডী' নামক একটি রহমস্যয় চরিত্রের ইচ্ছায় পলাশীতে এঁরা প্রায় সাড়ে ন-বছর বসবাস করেন।

১৯৫২

'চাকদহ নাট্য সংসদ' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা। নির্দেশক : অনিল চাকী, কৃষ্ণকুমার মল্লিক, গোপাল মল্লিক, নবেন্দু দেব, নিমাই পাল, শান্তিভূষণ সাহা, শৈলেন রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

প্রযোজনা : উল্কা, কালিন্দী, ক্ষুধা, চক্রধারী, টিপু সুলতান, চন্দ্রগুপ্ত, মানময়ী গার্লস স্কুল, মীরকাসিম , রক্তকরবী, সাজাহান।

১৯৫৯

সরকারী হাসপাতালে একটানা ন-বছরের বেশি সময় কাজ করার একটা প্রায় রেকর্ড সৃষ্টি করেন Dr. A. K. Sen. পলাশী-র 'মীরা হেল্‌থ সেন্টার' থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন কালিয়াগঞ্জ হেল্‌থ সেন্টারে, এখানে তিনি সপরিবার থাকবেন বছরখানেক।

বাবার এই ভ্রাম্যমাণ জীবিকার সুফল অর্জন করে চলেছেন কিশোর চন্দন। ইতিমধ্যে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছে অনেক রকমের মানুষ, প্রকৃতি আর গ্রাম। পরে এইসবই উঠে আসবে তাঁর নাটকে। নাটকের প্রতি অমূল্যকুমারের প্রবল অনুরাগ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে বালকের মনেও। বাংলার শ্যামল জলবায়ুতে বেড়ে উঠছে আরো একটি থিয়েটারের জ্ঞানবৃক্ষ।

বাংলা থিয়েটারে এ-বছর ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। মিনার্ভায় মঞ্চের ওপর অন্ধকার কয়লাখনিতে জলপ্লাবন; বিশ্বরূপায় দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন — দুই মঞ্চেই তাপস সেনের অবিশ্বাস্য চমক; প্রয়াত হলেন যুগপ্রবর্তক নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ি...।

এ-বছর চন্দন সেনের ঠাকুরমা মৃণালিনী সেনগুপ্ত প্রয়াত হন। অনেক পরণকথা, অনেক রূপকথা, অনেক বিস্ময়কর গল্প বলতেন তিনি; সেই সব নাটকীয় চরিত্রগুলি পরবর্তীকালে চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেকদিন।

১৯৬০

২৮ মে। চাকদহে 'হ য ব র ল' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা। প্রাণপুরুষ অমল বিশ্বাস এবং চন্দন সেন। ৬০ বছর নাট্যচর্চায় ব্যাপৃত।

২৯ জুন। উত্তর কলকাতায় 'নান্দীকার' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা। প্রাণপুরুষ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬০ বছর নাট্যচর্চায় ব্যাপৃত।

দশ চন্দন

চন্দন চক্রবর্তী। শিল্পী, 'অনন্য থিয়েটার', কালিয়াগঞ্জ।
চন্দন চট্টোপাধ্যায়। শিল্পী, 'সবুজের অভিযান',
চন্দন দাশ। শৌভনিকের অভিনেতা-নির্দেশক- সংগঠক।
চন্দন মিত্র। নির্দেশক, হরিনাভি বঙ্গনাট্য সমাজ।
চন্দন রেজা। শিল্পী, 'দৃষ্টিপাত' এবং T.A.U, বাংলাদেশ।
চন্দন সেন। নাট্যকার-নিদের্শক। 'হ য ব র ল'।
চন্দন সেন। নাট্য আননের নির্দেশক। মা সন্ধ্যা চক্রবর্তী ।
চন্দন সেনগুপ্ত। পাবেন আকাদেমি টিকিট কাউন্টারে।
চন্দন সেনগুপ্ত। নাট্যকার, ত্রিপুরা।
চন্দন সেনগুপ্ত। শিল্পী, 'থিয়েটার কমিউন' এবং 'শূদ্রক'।

২৭ নভেম্বর। রাসবিহারী, দক্ষিণ কলকাতায় 'শৌভনিক' পরিচালিত 'মুক্ত অঙ্গন' রঙ্গালয় উদ্বোধন।

১৯৬১

২৭ মার্চ। প্রথম বিশ্বনাট্য দিবস উদ্‌যাপন। পৃথিবীর দেশে-দেশে উৎসব।

৮ মে। [পঁচিশে বৈশাখ] রবীন্দ্রসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রথম নাম 'রবীন্দ্র স্মরণী'; এখানে জাতীয় নাট্যশালা গড়ার ব্যাপারে নাট্যমহলে মতবিরোধ।

সরকারী অর্থে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ১০০ রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনা।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'হ য ব র ল' চাকদহে রবীন্দ্র জয়ন্তীর কথা ভাবছে; নাটক লেখার দায়িত্ব পেয়েছেন চন্দন সেন। তিনিও ভাবছেন, জীবনের প্রথম নাট্যরচনা... রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' গল্পটা মাথায় ঘুরছে।

মে। নতুন দিল্লিতে 'যাযাবর গোষ্ঠী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা চন্দন সেন, দিলীপ ঘোষ এবং শঙ্কর মিত্র। এই দলে অভিনয় করেন চন্দন সেন; এঁদের প্রযোজনা সংখ্যা ৬০।

১৯৬২

৮ মে। [২৫ শে বৈশাখ] চাকদহে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন। 'ঠাকুরদা' অভিনয়। প্রযোজনা : হ য ব র ল। নাট্যরূপ চন্দন সেন [বয়স ১৮; মালদহ কলেজে ইংরেজি অনার্সের ছাত্র] নির্দেশনা অমল বিশ্বাস। অভিনয়ে : অমল বিশ্বাস-সুভাষ মৈত্র।

রবীন্দ্রকাহিনির নাট্যরূপে চন্দনের নাটকে হাতেখড়ি।

২০ অক্টোবর। নেফা সীমান্তে চিন-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ। লাদাখে সৈন্য সমাবেশ। যুদ্ধটা তখন কার বেশি দরকার ছিল? চিনের না ভারতের?

২১ নভেম্বর। যুদ্ধ-বিরতি। দেশে শিল্প ও অর্থসংকট। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ; কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যুদ্ধের বিনিময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মুনাফা। যে-কোনো শাসক সংকটে পড়লে দেশপ্রেমের আবেগকে কাজে লাগায়। যুদ্ধ ছাড়া রাজত্ব চলে না। মানুষ মরবে জেনেও রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করে! তারপর সে শান্তি-শান্তি করে!

ডিসেম্বর। 'হ য ব র ল' প্রতিষ্ঠার ঠিক এক মাস আগে ২৭ এপ্রিল ১৯৬০ বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাজশেখর বসু বা পরশুরামের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর স্মরণে চাকদায় তাঁর গল্প নিয়ে 'রাতারাতি' মঞ্চস্থ করে 'হ য ব র ল'। নাট্যরূপ চন্দন সেন; নির্দেশনা অমল বিশ্বাস।

রাজ্য সরকার আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় 'হ য ব র ল' প্রথম স্থান অধিকার করে। মাত্র দুই বছরের দল। এই আশ্চর্য শক্তির উৎস কোথায়?

১৯৬৩

বড়দি ইভা গুপ্ত দিল্লিতে থাকেন। বড় জামাইবাবু খুব ভালো চাকুরি করেন। ইংরেজিতে অনার্স পরীক্ষা দিয়ে চন্দন দিদির বাড়ি চলে যান। একটা পরীক্ষায় বসেন ও প্রথম স্থান অধিকার করেন; সে-সময় লোহা আমদানি করত Iron & Steel Co. ; চন্দন সেন সেখানে লাইসেন্স বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। খুব বড় প্রতিষ্ঠান। খুব ভালো চাকুরি।

কিছুদিন বাদেই টের পান, দুর্নীতিপরায়ণ না হলে এখানে চাকরি করা যাবে না। ঘুষ না-নেওয়ার অপরাধে একজন কর্মীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। হাতে প্রাণ নিয়ে কিছুদিন এখানে কাজ করেন; অভিনয় করেন যাযাবর নাট্যদলে।

বাবা অমূল্যকুমার সরকারী হাসপাতালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে চলে এলেন চাকদহে; বাড়ি বানালেন রঞ্জন পাড়ায়; প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। খুব অল্পদিনেই তাঁর নাম একজন দরদী চিকিৎসক রূপে ছড়িয়ে পড়ল।

১৯৬৪

মার্চ। এ-মাসের শেষ দিকে Iron & Steel কোম্পানির চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় প্রত্যাগমন এবং চাকদায় বসবাস আরম্ভ। ঘুষ না নিলে প্রাণ যাবে এই ভয়ে পালিয়ে চলে আসা।

এপ্রিল। শেকসপিয়রের ৪০০ জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন। LTG-র পক্ষে উৎপল দত্ত একসঙ্গে শেকসপিয়রের অনেকগুলি নাটক মঞ্চে নামালেন। কী অনন্ত প্রতিভা! ওথেলো, চৈতালি রাতের স্বপ্ন, জুলিয়াস সীজার, রোমিও জুলিয়েট... পরপর মিনার্ভায়!

১১ এপ্রিল। চিন ভারত যুদ্ধের পরিণামে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন হয়ে যায়। আদি CPI এবং CPI (M)... চন্দন সেন থেকে যান আদিতেই। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন চন্দন সেন। Iron & Steel কোম্পানির চাকুরিতে প্রচুর টাকা ঘুষ খেয়ে-খেয়ে দিব্যি বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু সৎ বাঙাল ছেলেটি সে-জীবন চায়নি কখনো। পড়ে রইল বড়দি-জামাইবাবুর স্নেহ-ভালোবাসা; পড়ে রইল যাযাবর নাট্যগোষ্ঠীর বন্ধু আর থিয়েটার, তিনি চলে এলেন চাকদহে।

কী করা যায়? বেশ সহজেই আবার একটা চাকুরি জুটে গেল। এবার কলকাতায়, নিউ আলিপুরের সাহাপুরে মথুরানাথ বিদ্যাপীঠ স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক। সেখানে তখন বাংলা পড়াতেন সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিদিন চাকদহ-কলকাতা যাওয়া-আসা, স্কুলের ছাত্রবাহিনী, সন্ধ্যায় নাটক দেখা— বেশ লাগছে দিনগুলি। এরপর আবার চাকদহে চাকুরি। 'বাপুজি বিদ্যামন্দির'। ১৯৬৪ থেকে ২০০৪ টানা চল্লিশ বছর ইংরেজির

মাস্টারমশাই চন্দন সেন। বাবা বললেন, কী দরকার অত দূরে গিয়ে কাজ করার, বাড়ির কাছে চলে আয়।

১৯৬৫

সোমনাথ লাহিড়ির সৌজন্যে এ-বছর CPI-এর মেম্বারশিপ কার্ড পেলেন চন্দন সেন।

চাকদহে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন নারায়ণ বসু। 'বাপুজি বিদ্যামন্দির' সহ তিনটে স্কুল গড়েন তিনি। শিক্ষাব্রতী এই মানুষটি ছিলেন প্রবল গান্ধীবাদী, কিন্তু কমিউনিস্ট চন্দন স্যারের প্রতি তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি বলতেন : ও যে-পার্টিই করুক, ক্লাসে পড়ায় খুব ভালো। স্কুলের উন্নতিতে ওকে আমার দরকার। ছাত্ররাও ওকে চায়।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাপুজি বিদ্যামন্দিরে ইংরেজির স্যার ছিলেন আমাদের প্রিয় নাট্যকার চন্দন সেন। মাস্টারমশাই চন্দনের আলাদা আভিজাত্য, আলাদা পরিচয়, আলাদা পৃথিবী। ছাত্রদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় মাস্টারমশাই; প্রধান শিক্ষকের কাছে দায়িত্ববান ও বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা; অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে সহমর্মী ও অভিভাবক। স্কুলের যে-কোনো সংকটে নারায়ণ বসু পরামর্শ করতেন চন্দনের সঙ্গে। লোকে তাঁকে বলত, স্যার, চন্দন কমিউনিস্ট, ABTA-এর সেক্রেটারি, জমি আন্দোলনের নেতা, উগ্র স্বভাবের ক্যাডার। নারায়ণবাবু হেসে বলতেন : জানি। আমার কাছে ও একজন শিক্ষা-যুদ্ধের সৈনিক। শিক্ষা ও রাজনীতি আলাদা।

চন্দন সেনের চোখের সামনে বাপুজি বিদ্যামন্দির ধীরে ধীরে একটা বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হয়। যা শুরু হয়েছিল ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন রূপে তা আজ চাকদহের গৌরব। চাকদহে চন্দনের প্রিয় ছাত্র ছড়িয়ে আছে প্রতিটি ঘরে ঘরে, তিনি এখানে সকলের প্রিয় মাস্টারমশাই।

অন্যদিকে হ য ব র ল-এর সকলে চাইছেন ওইরকম একজন জনপ্রিয় এবং শিক্ষিত মানুষ নাট্যদলে থাকুন, নাটক লিখুন। আবার CPI-এর নেতারা চাইছেন এইরকম লড়াকু ক্যাডারকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। অর্থাৎ তাঁর এখন ত্রিমুখী চাহিদা, ত্রিমুখী টান। স্কুল-থিয়েটার-পার্টি... শিক্ষাবিস্তার—নাট্যচর্চা— রাজনৈতিক কাজকর্ম... তিনি এখন খুব ব্যস্ত। ব্যক্তিগত প্রেমট্রেম তো আছেই।

৯ এপ্রিল। আবার যুদ্ধ। এবার পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধ।

১৯৬৬

৫ নভেম্বর। 'ফেরারী ফৌজ' অভিনয়। রচনা উৎপল দত্ত। নির্দেশনা অমল বিশ্বাস। মঞ্চসজ্জা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল ভোজ। আবহসঙ্গীত সমীর সরকার। আলো সতীন চক্রবর্তী। স্থান চাকদহ রামলাল আকাদেমির বিপরীতে জয়গোপাল সিংহরায়ের বহির্বাটিস্থ প্রাঙ্গণ।

প্রযোজনা সংস্থা 'হ য ব র ল'-এর দৃপ্ত ঘোষণা : 'অগ্নিযুগের অগ্নিগর্ভ বাংলার এক বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গকে ধরবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অন্তহীন প্রচেষ্টা। কিন্তু যে-প্রলয়বহ্নি বাংলার বুকে তখন জ্বলছে তার আলোয় বাংলার শত শত বিপ্লবীর মানসলোকে সেই মৃত্যুঞ্জয়ীর অক্ষয় অস্তিত্ব...।'

অ ভি ন য়ে

অজিত বিশ্বাস, অনিতা ঘোষ, অমল দেবনাথ, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বিশ্বাস, কনক মৈত্র, কালু নাগ, কিরণ সিংহরায়, কৃষ্ণকমল দে, গিরিন মজুমদার, চন্দন সেন (নায়ক অশোক চ্যাটার্জি), তাপস দাস, নারায়ণ পাল, বিকাশ দাস, বিমল সিংহরায়, বিরচনা ভট্টাচার্য (বলাকা), বেলা সরকার (নায়িকা রাধা), ব্রজগোপাল দাস, ভূমিকা ভট্টাচার্য (বিকল্প নায়িকা), রথীন ঘোষ, শরদিন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় বিশ্বাস, সমীর সরকার, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ভোজ, সুবীর মিত্র, সুভাষ মৈত্র, সুমিত বিশ্বাস, স্বপন সিংহরায়।

LTG-র নাটকে অশোক সাজতেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি গড়ে ওঠে ওই বিপ্লবীকে কেন্দ্র করেই; অর্থাৎ এখানে চন্দন সেনকে আবর্তিত করে। কেমন অভিনয় করেছিলেন তিনি সে কথা বলতে পারবেন বন্ধু ও সহশিল্পী সুভাষ মৈত্র। আমরা ফেরারী ফৌজ-এর ৩০ জন নাট্যফৌজকে অভিবাদন জানাই। আজ থেকে ৫৪ বছর আগে নগর-বিচ্ছিন্ন চাকদহে কী কাণ্ডই-না করছে হ য ব র ল। ২২ বছরের নায়ক; নায়িকা স্বনামধন্য বেলা সরকার। এইরকম জল-মাটি-বাতাস পেলে গাছটা তো ফুলে ফলে পূর্ণ হবেই।

২০ এপ্রিল। চাকদহে আরও একটি নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা। 'হিরো নাট্য সংঘ' সংক্ষেপে 'হিনাস'। প্রতিষ্ঠাতা অরুণকুমার ভট্টাচার্য ও কিরণ ভট্টাচার্য।

১৯৬৭

চন্দন সেন প্রথম মৌলিক নাটক লিখলেন, 'নিহত

সংলাপ'। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের লোকজন কীভাবে এস্টাবলিসমেন্টের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়, সেই গল্প। সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে আনন্দবাজার গ্রুপে যোগদান করেন; তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিহত হয়; তাদের সংলাপ : তুমি বিশ্বাসঘাতক! আমাদের মুক্তি দাও। আমরা তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। তুমি বুর্জোয়া শ্রেণির সেবাদাস হতে চাও, তাদের পুরস্কার গ্রহণ করতে চাও, তাদের নির্দেশে আমাদের ব্যবহার করতে চাও। তুমি ভণ্ড, তুমি কাপুরুষ, তুমি বিক্রীত এবং বিকৃত মানুষ! প্রথম নাটকেই আমরা একটি প্রতিবাদী স্বর শুনতে পাই।

হিমালয়ের পাদদেশে নকশালবাড়ি অঞ্চলে ষাটটি গ্রামের কৃষক সংঘবদ্ধ হয়। ভূমি সংস্কারের দাবীতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সামন্তপ্রভুকে হত্যা করে তার জমি ছিনিয়ে নিতে চায়। নকশাল আন্দোলন পেট্রলে অগ্নিসংযোগের মতো দাবানল সৃষ্টি করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। পরে 'অভিমন্যু' এবং আরও দুটো নাটক লিখবেন চন্দন সেন এই আন্দোলনের সমর্থনে। ভূমি সংস্কার আন্দোলনেও তিনি সরাসরি জড়িয়ে পড়বেন।

১৬ ডিসেম্বর। মিনার্ভায় 'তীর' নাটকে উদ্বোধন। নকশাল আন্দোলনের সমর্থনে LTG-এর নিবেদন। এই সময়ে ধর্মতলার প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তৃতা করেন চারু মজুমদার এবং উৎপল দত্ত। মিনার্ভা হয়ে ওঠে নকশালদের দুর্গ। পরে উৎপল দত্ত সরে আসেন CPI (M)-এর দিকে।

৩ নভেম্বর। হ য ব র ল নাট্যদলের মহিলা শিল্পী সদস্য ভূমিকা ভট্টাচার্যের প্রয়াণ।

১৯৬৮

জানুয়ারি। প্রয়াণ : রথীন ঘোষ, হ য ব র ল-এর শিল্পী সদস্য।

৫ জুলাই। চন্দন সেন-কল্যাণী সেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৫ জুলাই। পার্টির নির্দেশ আসে, আন্দোলনে যুক্ত হয়ে আজকেই কারাবরণ করতে হবে। মাত্র দশদিন আগে বিয়ে হয়েছে বলায় পার্টি জানায়, ঘণ্টা দুইয়েকের ব্যাপার। বিকেলেই ছাড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু সেবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হন চন্দন সেন, নষ্ট হয়ে যায় দাম্পত্যসুখ।

১৯৭০

৮ জুলাই। পিতৃদেব অমূল্যকুমার সেনের প্রয়াণ।

৫ অগস্ট। জ্যেষ্ঠপুত্র অনির্বাণের জন্ম।

১৯৭৩

চাকদহ নেতাজি পার্কে অস্থায়ী মণ্ডপে তিনমাস ব্যাপী নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন। উদ্যোক্তা : 'হ য ব র ল' নাট্যদল।

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর প্রতি শনি-রবি-ছুটির দিন ৭টা

অভিনীত নাটক

আজকাল	:	দর্পণে ইতিহাস
আলাদিনের গপ্‌পো	:	নিহত সংলাপ
কাঞ্চনরঙ্গ	:	সাজানো বাগান
চাকভাঙা মধু	:	সেই রক্তিম সন্ধ্যা

[প্রায় ২৫ রাত্রি আটটি নাটকের অভিনয়; অর্ধেক নাটক চন্দন-রচনা]

১৯৭৫

২১ জুন। কল্যাণী-চন্দনের দ্বিতীয় পুত্র অনিন্দ্য-র জন্ম।

২৫ জুন। স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। জনগণের বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হয়। শুরু হয় গ্রেপ্তার নিষেধাজ্ঞা, পুলিশি জুলুম।

সব থেকে অবাক কাণ্ড, CPI জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে। চন্দন পার্টির ওপর মহলের অনুমতি নিয়ে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন; তাঁর নাটকে স্পেন গৃহযুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কো হয়ে ওঠেন মিসেস গান্ধী!

সেদিন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন : চন্দন, আপনি প্রতিবাদ করুন। পার্টি ছাড়বেন না। আপনাকে আমাদের খুব দরকার।

১৯৭৭

২৪ মার্চ। লোকসভা নির্বাচনে জনতা দলের জয়লাভ; নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই।

২৭ মার্চ। জরুরি অবস্থা উঠে যায়।

৩ অক্টোবর। ইন্দিরা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জয়ী হয়; প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু। আগামী ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকবে বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি এবং ঔদ্ধত্য এই কমিউনিস্ট সরকারের পতন ডেকে আনবে।

ইন্দর সেন পরিচালিত 'জন্মভূমি' TV সিরিয়ালের ১৫টি এপিসোডের চিত্রনাট্য রচনা করেন চন্দন সেন।

১৯৭৮

১৯ জানুয়ারি। প্রয়াণ : বিজন ভট্টাচার্য, গণনাট্য সংঘের ঋত্বিক।

ম নে প ড়ে

১৯৬৬-৬৭ নাগাদ চন্দন সেন 'মনীষা গ্রন্থালয়'-এ গিয়ে দেখা করেন শ্রদ্ধেয় চিন্মোহন সেহানবীশের সঙ্গে। একটা বিশেষ অনুরোধ জানানোর পর তিনি একটি চিঠি লেখেন। সম্ভবত পৃথিবীর সব থেকে ছোট চিঠি।

বিজন,
যেও,
চিনুদা

এই চিঠি দেখেই গোষ্ঠদা বলেন, যাব। তবে অত দূরে যাওয়া-আসা বাবদ আমাকে সাড়ে আট টাকা দিতে হবে।

চাকদহে 'হ য ব র ল'-এর নাট্যানুষ্ঠান। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন। আমাদের প্রধান অতিথি বিখ্যাত নাট্যকার অভিনেতা, নির্দেশক... সেই 'নবান্ন' নাটকের স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্য এসে গিয়েছেন।

সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবার কথা, পর্দা উঠল ৭-৪৫। বিজনদা দু-চার কথা বললেন। উৎসব উদ্বোধন করলেন। বেশ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, আমার একটা অনুরোধ আছে। যাঁরা আমাকে সমর্থন করতে চান হাত তুলুন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই হাত তোলার পর বিজনদা বলেন : আমার অনুরোধ, এরপর আর আপনারা কেউ এঁদের নাটক দেখতে আসবেন না। যাঁদের সময় জ্ঞান নেই তাঁদের থিয়েটার, দেখতে নেই।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে 'হ য ব র ল' কোনোদিন দেরি করেনি নাটক শুরু করতে; দর্শকও চলে এসেছেন সময় মতো। এই ছিল বিজন ভট্টাচার্যের শিক্ষা। আজ তাঁর কথা খুব মনে পড়ে।

১৯৭৯

৩১ জুলাই। উদ্বোধন : বিজন থিয়েটার। সায়ক-এর দপ্তর। সায়ক-এর বাসভূমি। বিজন ভট্টাচার্যের নামে এবং শিশিরকুমার বসু-মেঘনাদ ভট্টাচার্যের চেষ্টায় এই মঞ্চটি গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য দর্শক এই রঙ্গালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে একদা যাঁর নাটক দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন তিনিই আমাদের প্রিয় নাট্যকার চন্দন সেন।

ম নে প ড়ে

সায়কের ছেলেরাও এই মঞ্চ নির্মাণের কাজে হাত লাগিয়েছে। মিস্ত্রিদের হাতে ইট তুলে দিয়েছে। একটা দিনের কথা খুব মনে পড়ে।

একখানা ইটের সিংহাসনে বসে আছেন মেঘনাদ। এক সুদর্শন যুবক এসে প্রশ্ন করেন এই মঞ্চটা আপনারাই বানাচ্ছেন? খুব ভালো লাগছে, একদল যুবক একটা থিয়েটারের জন্যে এভাবে প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু লিখতে চাই।

তারপর দুজনে গেলেন ফুটপাতের চা খেতে। তারপর অন্তরঙ্গতা। পরিচয়ে সুদর্শন ভদ্রলোক জানালেন, তিনি নাটক লেখেন। তবে তা মফস্বলের জন্যে। কলকাতার জন্যে নাটক লেখার টেকনিক তার জানা নেই।

কিছুদিন বাদে সেই ইটে-বসা ছেলেটি পাঁচ পৃষ্ঠার একটা গল্প এনে দিলেন সেই সুদর্শন ভদ্রলোককে। এইভাবেই যোগাযোগ ঘটে মেঘনাদ-চন্দনের। বিজন থিয়েটার তখন সবে গড়ে উঠেছে।

মাসখানেক বাদে চন্দন এনে দিলেন একটা নাটকের পাণ্ডুলিপি। পড়া হল। শুরু হল মহলা। একটা বর্ণও বদলানো গেল না। বিজন থিয়েটারে নামল সেই নাটক। এই হচ্ছে 'দুই হুজুরের গপ্পো'।

চারদিকে একটা আলোড়ন শুরু হল। এক বছরেই ৬০টা শো, প্রথম পর্বে ২৪০... গ্রুপ থিয়েটারে তখন তা একটা ঘটনা।

তারপর একযুগ বাদে শুরু হল দায়বদ্ধ। নিন্দা প্রশংসার ঝড়। গ্রুপ থিয়েটারে রেকর্ড। ২২,০০,০০০ টাকা বিক্রি। বিজন থিয়েটার একটা ত্রিকোণ জমি। তিনটি বিন্দুর সমাহার। চন্দন-সায়ক-মেঘনাদ। চল্লিশ বছর অতিক্রম। মঞ্চ নেই, ত্রিকোণ জমিটি আছে। এখনো সে সমান জনপ্রিয়।

সম্ভবত এতদিনে প্রমাণিত হয়েছে, হ্যাঁ, তিনি কলকাতার নাটকও লিখতে পারেন। কিন্তু দায়বদ্ধ সিলমোহর তুলে ফেলা, অসম্ভব!

১৯৮০

পাটনায় 'শিল্পী সমিতি' আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতায় চাকদহের 'হ য ব র ল' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ব্রেখটের 'গ্যালিলিও' নাটক নিয়ে বহুরূপী-নাট্যকেন্দ্র তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। শম্ভু মিত্রের নির্দেশে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বন্ধু মনে করি না' শিরোনামে চিঠি লেখেন আনন্দবাজারে ছ-জন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী।

৯ মার্চ। প্রয়াণ : কেনারাম বিশ্বাস, হ য ব র ল নাট্যদলের শিল্পীসদস্য।

"এই সময়ে (১৯৮০) সমগ্র ভারত জুড়ে চলেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক চিত্র হল, "একদিকে সরকারী ঢক্কা-নিনাদে সাংস্কৃতিক জোয়ার তোলার নিস্ফল প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে তাদেরই পরোক্ষ প্রতিপালনে চলেছে অপসংস্কৃতির প্রচণ্ড দাপট।"

চাকদহের সাংস্কৃতিক জগতও এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিপালন দেখা যায়। সুতরাং সুস্থ এবং প্রগতিশীল সংগঠন হিসাবে সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল যে-কোনো অপসংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং সুস্থ সংস্কৃতির উপর যে-কোনো প্রকার আঘাত-আক্রমণকে প্রতিহত করা। এর জন্য প্রয়োজন চাকদহে প্রগতিশীল ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষকে জোটবদ্ধ করা। ... সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তাতে সংস্থার সদস্যদের অংশগ্রহণ করে সুস্থ সংস্কৃতির পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা।

সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন। 'হ য ব র ল'-স্মারকপত্র

১৯৮৩

১৪ অক্টোবর। প্রয়াণ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম নে প ড়ে

টলস্টয়ের রচনা থেকে অজিতেশের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'পাপপুণ্য'। অনেকে মনে করেন, ওই অভিনয়টাই তাঁর জীবনের সেরা অভিনয়, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটা। চন্দন সেন টলস্টয়ের রচনা থেকেই সৃষ্টি করেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল, তাঁর লেখা অন্যতম সেরা নাটক।

এই নাটকটা লেখাই হত না অজিতেশদার উৎসাহ ছাড়া। তিনিই প্রায় ঘাড় ধরে এটা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, মঞ্চে এটা তাঁকে দেখানো গেল না। অজিতেশদা ছিলেন চন্দনের বড় ভাই, অভিভাবক, বন্ধু। অনেকটা ফ্রেন্ড ফ্রিলজফার গাইড। যখন দূরদর্শন মেগা সিরিয়ালের চিত্রনাট্য রচনার লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, চন্দন তা জানিয়েছিলেন অজিতেশদাকে। এই সিদ্ধান্তে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতো ভালো মানুষ থিয়েটারে খুব অল্পই ছিল।

১৯৮৪

১ অগস্ট। 'চাকদহ পৌর মুক্ত মঞ্চ' উদ্বোধন। মঞ্চ পরিকল্পনা অমল বিশ্বাস, হ য ব র ল-এর নির্দেশক; বাস্তুকার সুব্রত সরকার।

১৯৮৭

২৬ সেপ্টেম্বর। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি' প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থার অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকবেন চন্দন সেন।

১৯৮৮

'বেঙ্গলি ক্লাব' লক্ষ্ণৌ আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'হ য ব র ল'। নাটক 'হিসাবশাস্ত্র'।

এপ্রিল। [১৪ বৈশাখ ১৩৯৫] প্রয়াণ: অমল বিশ্বাস। জন্ম ১৯৩৫ [২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪২]। ইনিই ছিলেন 'হ য ব র ল' নাট্যদলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা-নির্দেশক। ইনি এই দলের পঞ্চাশটি নাটক পরিচালনা করেন যার মধ্যে কুড়িটি নাটকেরই প্রধান অভিনেতা নাট্যকার ছিলেন চন্দন সেন। অমল বিশ্বাসের উৎসাহ, আহ্বান, অনুরোধে হ য ব র ল-এর জন্যে নাটক লেখা শুরু করেন চন্দন সেন। এঁরা এই দলের দুই পর্বের দুজন প্রাণপুরুষ চলে গেলেন প্রথম জন।

১৯ মে। প্রয়াণ: জ্যোতিপ্রভা সেন, চন্দন সেনের মা।

IPCA> ইন্ডিয়ান পিপলস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন CPI পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংস্থা। কলকাতার এন্টালি অঞ্চলে মিনিজেম সিনেমা হলের পাশে 'ভূপেশ গুপ্ত স্মৃতিভবন'। এখানে আবৃত্তি-অভিনয়-নাচ-গান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গান শেখাতেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ছাত্ররা; অভিনয় সংক্রান্ত

ক্লাস নিতেন চন্দন সেন, অমলেশ চক্রবর্তী। এই সময়টায় চন্দন সেন গোর্কি সদনে লেবেদেফ ড্রামা সার্কল-এর সঙ্গেও যুক্ত হন। IPCA-এর সভাপতি ছিলেন নির্মল ঘোষ; তাঁর মৃত্যুর পর চন্দন সেন।

১৯৮৯

বাংলাদেশে 'হ য ব র ল'-এর আমন্ত্রণ। নতুন নাটক 'জমাখরচ'-এর প্রথম অভিনয়। রচনা-নির্দেশনা চন্দন সেন।

পরবাসে নিজবাসভূমি। এই মাটিতেই জন্মেছিলেন নাট্যকার। রাজনৈতিক নেতাদের শঠতা আর নিষ্ঠুর বিধানে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান তাঁদের জন্মস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

আজ আবার সেই ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। জমা ছিল যত দীর্ঘশ্বাস তা খরচ করার সময়। এই সব মর্মান্তিক বিচ্ছেদ-বেদনা ও নির্যাতন কি জমা খরচের খাতায় লেখা যায়?

এই সময়টায় চন্দন সেন ব্যাপ্ত থাকেন গোর্কি সদনে 'লেবেদেফ ড্রামা সার্কল' নিয়ে। রাশিয়ান কনসুলেটের আর্থিক সহায়তায় এই নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। সংস্থার সভাপতি:সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সহ সভাপতি : কুমার রায় এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রধান সংগঠক সম্পাদক ছিলেন চন্দন সেন।

গোর্কি সদনের ভবনে Theatre Workshop শুরু হয়। লেবেদেফ ড্রামা সার্কল নাট্য কর্মশিবির কলকাতায় প্রথম শুরু করে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা অবধি টানা প্রশিক্ষণ। প্রথমবর্ষে জনা কুড়ি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এখানে থিয়েটারের ক্লাস নিতেন বিমল চক্রবর্তী, অনিল দে, চন্দন সেন, গৌতম হালদার, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ নাগ... এবং আরো অনেকে।

রাশিয়ান নাট্যচর্চাই ছিল প্রধান কর্মসূচি। এখানে কথা ছিল, টলস্টয়ের Power of Darkness এবং Chekhov-এর Uncle Vanya মঞ্চস্থ হবে। গোর্কি সদনে প্রায় তিনচার বছর 'লেবেদেফ ড্রামা সার্কল' প্রশিক্ষণ-প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে। মূলত তা ছিল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক নাট্যানুষ্ঠান। [প্রসঙ্গত বলা দরকার এই সদনের উদ্বোধন ২২ এপ্রিল ১৯৭৪; রঙ্গালয়ের Interior Designer ছিলেন বর্তমান প্রতিবেদক কমল সাহা। লোকে বলে, এই রঙ্গালয়ের ধ্বনি ব্যবস্থা (Acoustic Treatment > শব্দবিজ্ঞান) কলকাতার অন্যান্য মঞ্চের থেকে ভালো।]

১৯৯১

২১ মে। 'দায়বদ্ধ' নাটকের উদ্বোধন। নাট্যকার চন্দন সেন, নির্দেশক-অভিনেতা মেঘনাদ ভট্টাচার্য এবং 'সায়ক' নাট্যদলের যাত্রা পথে একটি স্মরণীয় দিন। বাংলা থিয়েটারে যুক্ত হচ্ছে একটি আশ্চর্য প্রযোজনা। এ যেন দুই ওস্তাদের যুগলবন্দী— রবিশঙ্কর-আলি আকবর খানের সেতার-সরোদের মূর্ছনা।

সাধারণ মানুষ টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন দিলেন, একজন ট্রাক ড্রাইভার শো-এর শেষে এসে গগনরূপী মেঘনাদকে সারাদিনের রোজগার দিয়ে দিতে চাইলেন। গ্রুপ থিয়েটারে এই প্রথম বুদ্ধিচর্চার পরিবর্তে হৃদয়চর্চা শুরু হল।

নিন্দুকও জুটল অনেক। অভিনয়ের অল্পদিনবাদেই 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায় জনৈক সমালোচক নাট্যকারকে লাঞ্ছিত করলেন [দ্র. 'দায়বদ্ধ' অংশ]। নেগেটিভ কথা; উঠল ফিসফাস, কেউ কেউ অভিযোগ করলেন ওটা মেলোড্রামা। উৎপল দত্ত বলেছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে কোনো ড্রামা নেই যা দিয়ে নাটক হতে পারে। তিনি আরো বলেছিলেন, গ্রামের মানুষ শেকসপিয়র দেখে আনন্দ পায় কারণ ওতে মেলোড্রামা আছে। তো সেই গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে কলকাতার শীতল কক্ষে ড্রামা চলছে দীর্ঘকাল। বাবুদের থিয়েটার। এবার তার পরিবর্তন। গণনাট্যের আদর্শে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন, অথচ গণের মেলোড্রামা থাকলেই নাসিকা কুঞ্চন– এ কেমন দ্বিচারিতা!

কলকাতার থিয়েটারে একটা খুব অবান্তর কথা চালু আছে: মেইন স্ট্রিম থিয়েটার! এই ধারায় হয়তো চন্দন সেনের নাটক পড়ে না! তিনি মেইন স্ট্রিমের নন, নাটক লেখেন অলস্ট্রিমের জন্যে। সেটাই তাঁর 'অপরাধ' কিংবা গৌরব কিংবা অহংকার।

'দায়বদ্ধ' দিয়ে শুরু হল একটা নতুন অধ্যায়। চন্দন সেনের শিল্পকর্মকে দুই পর্বে ভাগ করা যেতে পারে, 'দায়বদ্ধ'-এর আগে এবং পরে। 'গগন' যা পারে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না, এই আবেগ আগামী তিরিশবছর বারবার আমাদের 'দায়বদ্ধ' দেখাতে বাধ্য করবে।



দায়বদ্ধ লেখা চলছে



দায়বদ্ধ



দায়বদ্ধ

[পুনশ্চ।। যদি আমরা 'করোনা' মুক্ত হই, আগামী ২১ মে ২০২১ আর একবার 'দায়বদ্ধ' দেখতে চাই ওই দুই ওস্তাদকে তিরিশটা লাল গোলাপ ভাগ করে দিয়ে।]

২৮ সেপ্টেম্বর। চাকদহ পৌর মঞ্চে আলোচনা সভা।

> আলোচনাচক্র
>
> ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ চাকদহ পৌর মুক্তমঞ্চ
>
> উদ্যোক্তা : 'হ য ব র ল'
>
> আলোচনার বিষয়
>
> সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার অভিঘাত।
>
> বক্তা: অমিতাভ দাশগুপ্ত, আজিজুল হক, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৯২

১১ জুলাই। 'অনিকেত সন্ধ্যা' নাটকের স্রষ্টাকে 'সত্যেন মিত্র' পুরস্কারে সম্মানিত করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ। অশোক মুখোপাধ্যায় পুষ্পস্তবক তুলে দেন তাঁর নাট্যবন্ধু চন্দন সেনকে।

২ ডিসেম্বর। ভারতীয় জনতা দলের হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙতে শুরু করে। সমগ্র ভারতে শুরু হয়ে যায় আবার সেই রায়ট, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

অদ্ভুত এক প্রশ্ন : রামমন্দির না বাবরি মসজিদ? কে নির্মাণ করিয়েছেন? শ্রীরামচন্দ্র না সম্রাট বাবর? ধর্মোন্মত্ত অন্ধদের কে বোঝাবে শ্রীরামচন্দ্র একজন কবির কাল্পনিক চরিত্র আর বাবর একজন রক্তমাংসের ঐতিহাসিক সম্রাট! তবু গড়া হয় তদন্ত কমিশন, তবু চলে উকিলের লড়াই! সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

এ-ঘটনার এক বছর আগেই দূরদর্শী নাট্যকার উৎপল দত্ত সৃষ্টি করেন 'জনতার আফিম'; কমরেড চন্দন সেন লেখেন 'অগ্নিশুদ্ধি'।

১৯৯৩

১৯ অগস্ট। প্রয়াণ : কমরেড উৎপল দত্ত।

ম নে প ড়ে

CPI-এর পক্ষে এক বীরত্বপূর্ণ কাজ করার ফলে কংগ্রেস আমলে চন্দন সেন কারারুদ্ধ হন। তখন এ-ঘটনা প্রায়ই ঘটত। মুক্তি পাবার পর এই বীর কমরেডকে চাকদহের প্রকাশ্য মঞ্চে গণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সব থেকে বড় কথা, এই একনিষ্ঠ ও সংগ্রামী পার্টিকর্মীকে সংবর্ধিত করেন নাট্যকার অভিনেতা উৎপল দত্ত, CPI (M)-এর সমর্থক। এ-ঘটনার কিছুদিন বাদে মিনার্ভায় LTG-র নাটক দেখতে যান চন্দনবাবু। টিকিটের হাহাকার, লম্বা লাইন, প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পরিপূর্ণ। ঠেলেঠুলে লাইনে দাঁড়ানো গেল কিন্তু লাইন আর এগোতে চায় না! হঠাৎ দেখা যায় উৎপল দত্তকে। চন্দনবাবু তাঁর কাছে ছুটে যান। আমি চাকদহের সেই চন্দন সেন। আপনার হাত থেকে পুষ্পস্তবক নিলাম... ও, তুমি। টিকিট পেয়েছ? টাকা আছে? আচ্ছা, দ্যাখো... লাইনের অন্যান্য পাবলিক তো ভ্যাবাচ্যাকা! আপনি ওঁকে চেনেন? কী কথা বলল? টিকিট পাওয়া যাবে তো? তখন চন্দন সেন যেন প্রিন্স অব ওয়েলস। অহংকার গর্ব আনন্দে আত্মহারা। উৎপল দত্তকে নিয়ে ওইটুকু সংস্পর্শের অহংকার সারাজীবন একটা এনার্জি হয়েই রইল।

১৯৯৪

৭ সেপ্টেম্বর। 'আজকাল' সংবাদপত্র। বহুরূপী নাট্য প্রযোজনার আলোচনা প্রকাশ। শিরোনাম : 'দরশনে : পুলকিত', শ্রবণেও।

[পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ বহুরূপী ৯০]

১৯৯৫

১০ মে। বাংলা থিয়েটারে আর একটি সুবর্ণ সংযোজন। নান্দীকার-এর মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম অভিনয়। গৌতম হালদারের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি।

৬ ডিসেম্বর। 'আজকাল' সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ। শিরোনাম : 'রূপকথা, রূপক এবং তৃতীয় রিপু'। পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ বহুরূপী ৯০।

১০ ডিসেম্বর। কলামন্দির বেসমেন্টে চন্দন-নাটকের প্রথম হিন্দি অভিনয়। 'অনিকেত সন্ধ্যা' হয়ে যায় 'ঘর আপনে আপনে'। অনামিকা-র শিল্পী, চন্দন সেনের নির্দেশনা, প্রতিভা অগ্রবালের হিন্দি অনুবাদ।

রাজ্য নাট্যোৎসব। উদ্যোক্তা রাজ্য নাট্য আকাদেমি। 'অনিকেত সন্ধ্যা' র আমন্ত্রিত অভিনয়।

১৯৯৮

বাংলাদেশে 'হ য ব র ল'। বন্দর-নগরী চট্টগ্রাম এবং

রাজধানী ঢাকা শহরে 'অনিকেত সন্ধ্যা'। জন্মভূমিতে আবার চন্দন সেন।

সেপ্টেম্বর। 'বহুরূপী' নাট্যপত্র, সংখ্যা ৯০। গদ্য রচনা প্রকাশ: 'হাওয়ায় নাচা, হাওয়ায় বাঁচা থিয়েটার'।

এ-বছর শেষের দিকে চাকদহে একটি দুঃখজনক এবং অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন চন্দন সেন। তাঁর স্ত্রী কল্যাণীদেবীর স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে একটি ২৭/২৮ বছরের যুবক। তাকে ধরা হয়, স্থানীয় লোকজন এবং পুত্র অনির্বাণ ছুটে যায়। ছেলেটি লাঞ্ছিত হয়। এরপর ছেলেটি আত্মহত্যা করে। সমস্ত দোষ চন্দন সেনের ওপর পড়ে।...স্থানীয় লোকজন, রাজনীতির লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়। থানায় অভিযোগ ওঠে। আদালতে মামলা শুরু হয়। এই ঘটনা বা মামলায় চন্দন সেনের সংযোগ না থাকলেও তাঁর প্রতি জনরোষ বাড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্যে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়।

জীবনের এই চূড়ান্ত বিপদকালে আইনগত কারণে অনেকেই ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ্যে সহযোগিতা করতে পারেননি। মামলায় চন্দন সেনের পরিবার নির্দোষ প্রমাণিত হন। প্রয়াত যুবকের পরিবারকে কিছু টাকা দেওয়া হয়। অভিমান, মানসিক যন্ত্রণা এবং প্রতিবাদে তিনি চাকদহের বাড়ি বিক্রি করে ব্যারাকপুরে চলে আসেন।

১৯৯৯

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত নাট্যমেলায় 'হ য ব র ল' আমন্ত্রিত; ব্রেখটের 'গুপ্তচর' নাটকের অভিনয়। অনুবাদ-নির্দেশনা চন্দন সেন।

সেপ্টেম্বর। সাক্ষাৎকার : চন্দন সেন, মায়া ঘোষ, সৌমিত্র বসু। বিষয়: 'এই সময়ের থিয়েটার'। প্রকাশ প্রয়াগ পত্রিকা। সম্পাদনা স্বপন দাস।

চাকদহ থেকে ব্যারাকপুরে বসবাস শুরু করেন চন্দন সেন। শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে সরণিতে একটি ফ্ল্যাট কেনা হয়; সাংসদ তড়িৎ তোপদারের সৌজন্যে ফ্ল্যাট কেনার টাকা কিস্তিতে দেবার সুযোগ লাভ করেন। বর্তমানে এখানেই থাকেন।

২০০০

নদিয়া জেলা নাট্যোৎসব। নদিয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যদল 'হ য ব র ল' আমন্ত্রিত। 'ফিরে এসো প্রেম' নাটকের অভিনয়। কাহিনি সুচিত্রা ভট্টাচার্য। নাট্যরূপ-নির্দেশনা : চন্দন সেন। একটা শতাব্দীর সমাপ্তি হতে চলেছে, আসছে নতুন শতক— ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। সভ্যতার দ্রুত উন্নতি এবং দ্রুততর সংকটে বিপন্ন মানুষ। সে আজ নিঃসঙ্গ, দুঃখী, হতাশ। প্রেম নির্বাসিত, তার এখন ব্যাকুল প্রার্থনা, ফিরে এসো প্রেম।

এ-বছর হ য ব র ল নাট্যদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ ব্রহ্মচারীর প্রয়াণ ঘটে।

২০০২

আবার অন্ধকার। ১৯৪৬... ১৯৫০... ১৯৯২... ২০০২... আবার গণহত্যা। এবার রক্তস্রোত বইছে গুজরাটে। ভারতকে রামরাজ্যে রূপান্তরিত করার প্রতিজ্ঞায় রামরথ নিয়ে ভারত পরিক্রমণ করছেন লালকৃষ্ণ আদবানি। রথের মাথায় হিন্দুত্বের ধ্বজা, রথের চাকায় যবনদের রক্ত, ধর্ম নিয়ে চলছে রাজনৈতিক উন্মত্ততা।

গুজরাট গণহত্যা এক কলঙ্কিত অধ্যায়। হিন্দু মৌলবাদী গুণ্ডাদের লম্বা তলোয়ারের ডগায় তিন মাসের শিশু— কারণ সে মুসলমানের বাচ্চা; গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মারছে উগ্র হিংস্র হিন্দু রামভক্তের বানর সেনানী— কারণ সে মুসলমানের বিবি; সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে লোকটার চোখে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তপ্ত আগুনের রড— কারণ সে মুসলমান! দাউদাউ জ্বলছে যাত্রীপূর্ণ একটা ট্রেন! প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। মনে আছে তো, তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

২৬ সেপ্টেম্বর। প্রয়াণ: শরদিন্দু বিশ্বাস, হ য ব র ল-এর সদস্য এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

২০০৪

এ-বছর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন নাট্যকার চন্দন সেন।

চাকদহ 'বাপুজি বিদ্যামন্দির' থেকে অবসর গ্রহণ। এই স্কুলে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি ছিলেন ইংরেজির মাস্টারমশাই। ওই অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ঘরেই ছড়িয়ে আছে চন্দন স্যারের অনুগত এবং বাধ্য ছাত্র। থিয়েটারে তিনি ভারতজয়ী, রাজনীতিতে রাজ্যজয়ী, শিক্ষাকতায় চাকদহ জয়ী।

১২ অগস্ট। কলকাতা, বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষ। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, চন্দন সুবাসে ম ম করছে। চন্দন সেন প্রণীত 'নাটক সৃজন নাট্যচর্চা' গ্রন্থ প্রকাশ উৎসব।

গ্রন্থ উন্মোচন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট শ্রোতা শোভা সেন, তাপস সেন। সঙ্গীত বাবলু চৌধুরি, সুকন্যা বসু। শ্রুতিনাটক গোপন কথাটি। বক্তা: চন্দন সেন, জগন্নাথ বসু, দেবাশিস মজুমদার, মনোজ মিত্র, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বইটির প্রথম ক্রেতা কমল সাহা।

নভেম্বর। 'পারমিক' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা ব্যারাকপুরে, পথনাটক চর্চার সংস্থা। কর্ণধার চন্দন সেন।

২০০৫

১৫-২৪ এপ্রিল। বিজন থিয়েটার। সায়ক-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা, তৃতীয় বর্ষ। নির্বাচক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারক: চন্দন সেন, দেবাশিস মজুমদার, বিভাস চক্রবর্তী। সামগ্রিক পরিকল্পনা: মেঘনাদ ভট্টাচার্য।

দশটি দলের অংশগ্রহণ। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : একুশ শতক-এর 'রামনিধি'।

২৭ অক্টোবর। প্রয়াণ কিরণ সিংহরায়, 'হ য ব র ল' নাট্যদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

২০০৬

'কিচির মিচিরি' সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ব্যারাকপুর পারমিক-এর 'শিশু-মেধা উদ্দীপক ভিন্ন রকমের মজার চর্চাঘর'। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক চন্দন সেন।

২২ ডিসেম্বর। এলাহাবাদ। বিশেষ অভিনয় হ য ব র ল-এর 'কালসন্ধ্যায়'।

২০০৭

২৯ ডিসেম্বর। 'কিচির মিচির'-এর প্রথম বার্ষিক সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ব্যারাকপুর আনন্দপুরী হিন্দু প্রাইমারি স্কুল। তত্ত্বাবধান: অনিমেষ দাশগুপ্ত, চন্দন সেন।

বিশিষ্ট অতিথিবর্গ : সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদার, বিধায়ক ডা. প্রবীণ কুমার, বিধায়ক ডা. কুশধ্বজ ঘোষ, পৌরপ্রধান বিজলিকান্ত মিত্র, শিক্ষাবিদ দীনেশ মুন্সি, সাহিত্যিক হীরেন চট্টোপাধ্যায়, আকাশ বাংলা-র সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র। নাটক পুতুল খেলার গপ্পো। প্রশিক্ষণ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। কোরিওগ্রাফ সুকুমার রায়ের 'আহ্লাদী'। এছাড়া শিশুদের আবৃত্তি, নাচ ও গান।

সায়ক। প্রদর্শনী সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

দায়বদ্ধ	৬০০
দুই হুজুরের গপ্পো	৩০০
কর্ণাবতী	১৫০
জ্ঞানবৃক্ষের ফল	৩১৫
সাধুসঙ্গ	৭৫
অন্ধগলি	৭৫
দিলদার	৭৫

২০০৮

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

কমল সাহা

নতুন দিল্লি কালীবাড়ি আয়োজিত All India Short Drama Competition প্রথম শুরু হয় এ-বছর ফেব্রুয়ারিতে। LTG প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন তিনটে করে নাটকের অভিনয়। প্রতিযোগিতা না-বলে নাট্যোৎসব বলাই ভালো। সব মিলিয়ে গোটা তিরিশেক নাট্যদল। পুরস্কার মূল্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকা, ভ্রাম্যমাণ এক বিরাট শিল্ড তো আছেই। ২০১৫ পর্যন্ত আমি এই উৎসবে প্রতি বছর যোগদান করেছি; অন্তত ৬-৭ বার। তারপর 'বাতিল' হয়ে গেছি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আমাদের আর্থিক সংকট চলছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা ২০১৯-এও হয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক কারণেও আর যেতে পারিনি।

এই প্রতিযোগিতার আয়োজক: সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, নতুন দিল্লি কালীবাড়ি, সার্কল থিয়েটার। আমি আমার বন্ধু বাপি বসুর সৌজন্যে এই উৎসবে যোগদানের সুযোগ পাই। প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ কক্ষে থিয়েটার বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী; বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ-এর বুক স্টল; সমস্ত বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করাই ছিল আমার কাজ। ফিরে এসে 'আননায়ুধ' পত্রিকায় পুরো রিপোর্ট লিখেছি। দেখেছি এবং শিখেছি, কীভাবে বিচার করতে হয়; আমিও নাটকগুলো খুব মন দিয়ে দেখতাম।

বিভিন্ন সময়ে বিচারক রূপে দিল্লিতে গিয়েছেন অসিত বসু, শান্তনু বসু, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, শিব মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বসু, নিখিলরঞ্জন দাস, বার তিনেক চন্দন সেন। আমরা একই হোটেলে থাকতাম। রাতে চারঘণ্টা বাদ দিয়ে প্রতিদিন

কুড়িঘণ্টা গল্প করতাম। খুবই আনন্দের ছিল সেই সব দিন। আমি প্রতিদিন আলাদা পাঞ্জাবি এবং শীতবস্ত্র পরতাম। ওঁরা আমাদের আদর যত্ন করেছেন আন্তরিকভাবে। একবার ফেরার সময় স্টেশনে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায়, আমার ৫০ কেজি বই নিয়ে সংগ্রামজিতের সে কী অতিমানবিক দৌড়! একবার ব্যাঙ্গালোর থেকে বিমানে দিল্লি যাই। প্লেন মিস করি, তিনগুণ খরচ করে মাঝরাতে পৌঁছুই, কর্তৃপক্ষ টের পাননি। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে মঞ্চেই বলি, স্যার, আপনাকে জিতিয়ে ছিলেন উৎপল দত্ত, মনে আছে তো? চন্দন সেনের স্মারক এখনো আমার সংগ্রহে আছে। অসিত বসুর বক্তব্য আমিই পাঠ করি। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি দল প্রতিযোগিতার বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, অশান্তি করে। দলগুলি থাকত কালীবাড়িতেই। আমার অনেক শুভার্থী জুটেছিল। কলকাতার থেকেও দিল্লি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। দুর্গোৎসব পাঁচদিনের, এই নাট্যোৎসব ছিল দশদিনের। খুব মনে পড়ে।

২০০৯

২৪-২৭ জানুয়ারি। চাকদহ সম্প্রীতি মঞ্চ। নাট্যমেলা। নাটক: হ য ব র ল, চেতনা, সুন্দরম, সৃষ্টিসুখ

৯ মার্চ। 'কথাকৃতি' নাট্যদল আয়োজিত ত্রয়োদশ অজিতেশ স্মারক বক্তৃতা। বিষয় 'গত তিন দশকে নাট্য ভাবনার দিকবদল'। বক্তা অশোক মুখোপাধ্যায়, ঊষা গাঙ্গুলি, চন্দন সেন, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনা সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত।

২৭ মার্চ। বিশ্বনাট্য দিবস। ৪৮ তম বর্ষ। ময়দান থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত পদযাত্রা, আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। পদযাত্রার অগ্রভাগে থাকেন শোভা সেন। সভাপতি মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী পাঠ করেন চন্দন সেন।

২৯ মার্চ। মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। আলোচনা সভা। বিষয়: আধুনিক বাংলা থিয়েটার: শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা: জাভেদ মালিক, আনন্দলাল, চন্দন সেন, সৌমব্রত চৌধুরি।

২৮ মে। বাংলা আকাদেমি। বিশ্বনাথ ভাদুড়ির ১১০ তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা। উদ্যোক্তা শৈশিরিক। বিষয়: সমকালীন থিয়েটার। বক্তা: আলোক দেব, চন্দন সেন, পঙ্কজ মুন্সী।

৫ জুলাই। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শিল্পীর ৮৩ তম জন্মদিনে স্মরণানুষ্ঠান। বক্তা: চন্দন সেন, পাপিয়া অধিকারী, রুমা গুহঠাকুরতা, সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫ সেপ্টেম্বর। দলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। চাকদহ সম্প্রীতি মঞ্চে হ য ব র ল-এর শিশু বিভাগের নাট্যাভিনয় 'চমচমকুমার'। রচনা মনোজ মিত্র। নির্দেশনা সুভাষ মৈত্র।

৭ অক্টোবর। বাংলা আকাদেমি। শিশিরকুমার ভাদুড়ির ১২০ তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা। বিষয় থিয়েটার। বক্তা চন্দন সেন। উদ্যোক্তা শৈশিরিক। হাওড়ায় নাট্যরচনার প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষক : চন্দন সেন, তীর্থঙ্কর চন্দ, মনোজ মিত্র, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। উদ্যোক্তা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

১৫ নভেম্বর। রানাঘাট বইমেলায় হাবিব তনবির স্মরণে চন্দন সেন, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।

২৬ নভেম্বর। বাংলা আকাদেমি। বিতর্ক সভা: 'কলকাতার নাট্যচর্চার চেয়ে বাইরের নাট্যচর্চা অনেক বেশি আদর্শনিষ্ঠ। বক্তা: অদ্রিজা দাশগুপ্ত, আলোক দেব, গৌতম রায়চৌধুরি, চন্দন সেন, দীপা ব্রহ্ম, মুরারি মুখোপাধ্যায় সমুদ্র গুহ, দীপায়ন ভট্টাচার্য।

২৮ নভেম্বর। বাংলা আকাদেমি। স্বরচিত নাটক পাঠ চন্দন সেন, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

১২-১৭ ডিসেম্বর। হ য ব র ল নাট্যোৎসব। উদ্বোধন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অংশগ্রহণ : নান্দীকার, চকমকি, নয়া থিয়েটার, হ য ব র ল, পূর্ব পশ্চিম, স্পন্দন। একই বছরে দু-বার হ য ব র ল নাট্যোৎসব।

২০১০

২২ মে। রামলাল আকাদেমি, চাকদহ। 'হ য ব র ল'-এর আলোচনা সভা। বিষয়: বিদ্যালয় পাঠক্রমে নাটক। বক্তা অশোক মুখোপাধ্যায় ও মলয় মিত্র।

২৭ মে। আকাদেমি। বিশ্বনাথ ভাদুড়ির ১১১তম জন্ম বর্ষ। আলোচনা: চন্দন সেন, চিরকিশোর ভাদুড়ি, জগমোহন মজুমদার, তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

১৯ জুন। যতীন দাস বিদ্যামন্দির। আলোচনা সভা। উদোক্তা 'অঙ্গন', বেলঘরিয়া। বিষয়: কেন এ হিংসা দ্বেষ। বক্তা: ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গোরা ঘোষ, চন্দন সেন। সঞ্চালনা বিজয় ভট্টাচার্য।

২৯ সেপ্টেম্বর। জীবনানন্দ সভাঘরে অনুদর্শী-র আলোচনা সভা। বিষয়: নাটকে রাজনীতি, রাজনীতিতে নাটক। বক্তা: আশিস চট্টোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। সঞ্চালক চন্দন সেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা।

২৭ নভেম্বর। নাট্যমেলায় বিতর্ক সভা। বিষয়: মঞ্চে রবীন্দ্রনাটক আজ জরুরি নয়। বক্তা: অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, সুমন মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক অশোক মুখোপাধ্যায়।

৫ ডিসেম্বর। আলোচনা সভা। বিষয়: 'রবীন্দ্রনাটক কি ক্লাসিক, না সময়ের পিরিয়ডে প্রাসঙ্গিক'। উদ্যোক্তা অগ্নীশ। বক্তা : চন্দন সেন, সৌমিত্র বসু। সঞ্চালক অমলেশ চক্রবর্তী।

২৭ ফেব্রুয়ারি। আকাদেমি। 'নাট্যার্ঘ্য' নিবেদিত 'দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার'। প্রাপক নান্দীকার (অজ্ঞাতবাস) জ্ঞাপক চন্দন সেন।

হ য ব র ল

অগস্ট ২০১০। প্রদর্শনী

হাসে অশ্রুনদী	২২
অনিকেত সন্ধ্যা	৩৬৩
ফিরে এসো প্রেম	২১৭
দেওয়াল লিখন	১৮৬
ঘুম ঘুম চাঁদ	২৯

উৎস: হ য ব র ল। স্মারকপত্র

১-৬ ডিসেম্বর। নাট্যোৎসব। সম্প্রীতি মঞ্চ, চাকদহ। অংশগ্রহণকারী দল : সায়ক, লোককৃষ্টি, কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র, হ য ব র ল, ঋত্বিক বহরমপুর।

২০১১

৯ জানুয়ারি। আলোচনা সভা। উদ্যোক্তা 'কম্পাস', কোচবিহার। বিষয়: 'সামাজিক উন্নয়নে বাংলা থিয়েটার তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে'। বক্তা: চন্দন সেন এবং শিব শর্মা। সঞ্চালনা সরোজ পাল।

২১ মার্চ। তড়িৎ চৌধুরি স্মরণসভা। নাট্য আকাদেমি সভাঘর। শোক কথন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বসু, চন্দন সেন, শিব শর্মা, শুভঙ্কর রায়।

৯ সেপ্টেম্বর। আলোচনা সভা। বিষয়: বিভিন্ন দেশের নিষিদ্ধ নাটক। স্টার থিয়েটার। বক্তা: অনুপ মতিলাল, কৌশিক সেন, চন্দন সেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। উদ্যোক্তা ক্যালকাটা পারফরমার্স। নিষিদ্ধ নাট্যাংশ পাঠ: ঐহিক, আভাষ, সংস্তব।

২০ সেপ্টেম্বর। কল্যাণী বিদ্যাসাগর মঞ্চ। আলোচনা। বিষয়: সময় অসময় রবীন্দ্রনাটক। উদ্যোক্তা : 'ফিনিক', কাঁচরাপাড়া। বক্তা: চন্দন সেন, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।

১৫-২০ ডিসেম্বর। চাকদহ সম্প্রীতি মঞ্চ। নাট্যোৎসব। উদ্যোক্তা: চাকদহ পৌরসভা এবং হ য ব র ল নাট্যদল, অংশগ্রহণকারী দল: আখর, নাট্যরঙ্গ, নান্দীকার, রঙরূপ, রঙ্গকর্মী, হ য ব র ল।

২০১২

৫ ফেব্রুয়ারি। বাণীপুর লোক উৎসব। নাটক বিষয়ক আলোচনা: খোরশেদুল আলম, চন্দন সেন, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র।

১১ মার্চ। বিজন থিয়েটার। উদ্যোক্তা 'সংস্কৃতি সমন্বয়'। নাটক ও সংস্কৃতি কর্মীদের সম্মেলন। অন্যতম বক্তা চন্দন সেন।

২৪ মে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। উদ্যোক্তা 'সংস্কৃতি সমন্বয়'। সাক্ষাৎকার গ্রহণ চন্দন সেন ও সৌমিত্র বসু।

১৫ জুলাই। শান্তিপুর। রবীন্দ্র আলোচনা। আয়োজন হ য ব র ল। বক্তা : শিব মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন।

১৬ ডিসেম্বর। 'কৃষ্টিচক্র' এগরা। আলোচনার বিষয় : মফস্বল থিয়েটারের সমস্যা ও তার সমাধান। বক্তা : গৌতম মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, পরিমল দাশগুপ্ত, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। সঞ্চালনা রক্তকমল দাসগুপ্ত।

২৪ মে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। প্রধান উদ্যোক্তা 'সংস্কৃতি সমন্বয়'। প্রধান সংগঠক চন্দন সেন। দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে সংবর্ধনা। বিরাট অনুষ্ঠান। সিনেমা-থিয়েটারের বহু বিশিষ্ট শিল্পীর অংশগ্রহণ। আবৃত্তি, নাট্যাংশ, স্মৃতিকথা, সিনেমার অংশ, জীবনকথা, সাক্ষাৎকার... সৌমিত্রকে নিয়ে এক আন্তরিক অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ-এর পক্ষে কমল সাহার সম্পাদনায় 'আজ সন্ধ্যায় সৌমিত্র' নামে পুস্তিকা প্রকাশ পায়।

২০১৩

৯ জানুয়ারি। রায়গঞ্জ 'ছন্দম' নাট্যদলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। আলোচনা সভা। বিষয়: আমাদের থিয়েটার। বক্তা: অশোক মুখোপাধ্যায়, উৎপল ঝা, চন্দন সেন।

১৩ জানুয়ারি। প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল। দিনহাটার বেণু চট্টোপাধ্যায় লাঞ্ছিত। তাঁর প্রতি হামলা। মিছিলের অগ্রভাগে অশোক মুখোপাধ্যায়, ঊষা গাঙ্গুলি, চন্দন সেন... কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পদযাত্রা।

১০ মার্চ। নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার। আলোচনা সভা। উদ্যোক্তা 'সংস্কৃতি সমন্বয়'। বিষয়: 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সংকট'। বক্তা : চন্দন সেন, বেনু চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনা : দেবাশিস নন্দী, প্রদীপ্ত গোস্বামী।

৩১ মার্চ। অবনীন্দ্র সভাঘর। আলোচনা সভা। উদ্যোক্তা 'হ য ব র ল', চাকদহ। বিষয়: 'থিয়েটার থেকে নাট্যবোধ'। বক্তা: শমীক বন্দোপাধ্যায়। সঞ্চালনা চন্দন সেন।

১৯ জুন। তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহ। 'শপথ'-এর 'শাঁওলী স্মৃতি স্মারক সম্মান। প্রাপক 'আননায়ুধ' পাক্ষিক নাট্যপত্র। জ্ঞাপক : চন্দন সেন, সুমন মুখোপাধ্যায়।

২০১৪

২৭ মার্চ। বিশ্বনাট্য দিবস। এলগিন রোড থেকে যোগেশ মাইম আকাদেমি পর্যন্ত পদযাত্রা। যাত্রা শেষে বাণী পাঠ চন্দন সেন। কবিতা-গান-আবৃত্তি-নাটকের অভিনয়।

২০ ডিসেম্বর। সুকান্ত সদন, ব্যারাকপুর। নাটকের আলোচনা। উদ্যোক্তা : 'ময়ুখ'। বক্তা চন্দন সেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি। বাংলা আকাদেমি। 'কালিন্দী নাট্যসৃজন' প্রদত্ত 'অমল রায় সম্মান'। প্রাপক চন্দন সেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। বাংলা আকাদেমি। 'রঙ্গপট' সম্মাননা' জ্ঞাপক অরুণ মুখোপাধ্যায়। প্রাপক: চন্দন সেন, দেবশঙ্কর হালদার, মানব ঘোষ।

১১ জানুয়ারি। মহিষাদলে নাট্যোৎসব। অভিনয় 'হ য ব র ল' নাট্যদল।

২০১৫

১১ ফেব্রুয়ারি। আকাদেমি। 'শৈশিরিক'-এর আলোচনা সভা। বক্তা: চন্দন সেন। বিষয়: 'শিশিরকুমারের প্রয়োগ ভাবনায় বিভিন্ন নাট্যকার'।

২২-২৮ ফেব্রুয়ারি। দিল্লিতে All India Bengali Short Drama Competition. উদ্যোক্তা নতুন দিল্লি কালীবাড়ি। অভিনয় LTG মঞ্চে। তিনজন বিচারকের একজন চন্দন সেন; পর্যবেক্ষক কমল সাহা। অষ্টম বর্ষ।

১২ এপ্রিল। সুকান্ত সদন, ব্যারাকপুর। 'চন্দন-৭০' জন্মোৎসব। সংবর্ধনায় অশোক মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার, ব্রাত্য বসু। নাটক বিয়ে গাউনি কাঁদনচাপা। বিনীত কণ্ঠে আপ্লুত চন্দন 'আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন একটা কালজয়ী নাটক লিখে যেতে পারি'।

[সাজঘরে 'বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে কমল সাহা তাঁর হাতে 'সত্তরটি রক্তচন্দনের টিপ' নামে একটি পুস্তিকা তুলে দেন এবং তা তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেন।]

১৩ এপ্রিল। 'চন্দন-৭০' জন্মোৎসব। নাটক 'জীবন ডট কম'। নির্দেশনা সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। অভিনয়ে স্থানীয় কয়েকটি দলের শিল্পী-সদস্যবৃন্দ।

১ জুন। আকাদেমি। 'রঙ্গপট'-এর আলোচনা সভা। মোহিত স্মারক কথনমালা-৫। বিষয় : থিয়েটারে দেশীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা'। বক্তা চন্দন সেন।

১ অগস্ট। জীবনানন্দ সভাগৃহ। নাট্যকথা-র 'চির-সাধন' গ্রন্থ প্রকাশ। সাধন ভট্টাচার্য সম্পর্কে কথন চন্দন সেন, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। গান সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত।

২০১৮

২১ জানুয়ারি। প্রফুল্ল ভবন, পানিহাটি। প্রচেষ্টা-র নাট্য-সেমিনার। বিষয়: প্রতিবাদী থিয়েটারের উত্তরাধিকার এবং আদর্শ থিয়েটারের বাণিজ্যকরণ। বক্তা চন্দন সেন।

২৭ মার্চ। বিশ্বনাট্য দিবস। নৈহাটি 'ঐকতান মঞ্চ'। সারারাত্রিব্যাপী নাট্যাভিনয়। উদ্যোক্তা 'নৈহাটি নাট্য সমন্বয় সমিতি'। প্রধান অতিথি চন্দন সেন। [এক সময় জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দশী, বড়দিনে কলকাতার প্রতিটি মঞ্চে সারা-রাত্রিব্যাপী প্রচুর নাট্যাভিনয়ের রীতি ছিল।]

৬ এপ্রিল। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন। নৃপেন্দ্র সাহার স্মরণানুষ্ঠান। স্মৃতিচারণা: চন্দন সেন, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, রথীন চক্রবর্তী, শিব শর্মা। উদ্যোগ 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা।

১৭ এপ্রিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ। প্রাক্তনীদের উদ্যোগ। লেবেদেফ প্রয়াণ ২০০ বছর। অতিথি চন্দন সেন।

'সায়ক' পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব। বিচারক চন্দন সেন, বিভাস চক্রবর্তী, সুব্রত ঘোষ।

আকাদেমিতে চন্দন সেনের নতুন ত্রয়ী একসঙ্গে

চতুষ্পাপ। ৪ মে। রঙ্গপট নির্দেশনা : তপনজ্যোতি

দীর্ঘদিন দগ্ধরাত। ৫ মে, ৩ টে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ। নির্দেশনা : অশোক মুখোপাধ্যায়

পুনরুত্থান। ৫ মে, ৬ টা। সায়ক, নির্দেশনা : মেঘনাদ ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ এপ্রিল ২০১৮

২০ অক্টোবর। প্রয়াত শিব শর্মার বাড়িতে তাঁর স্মরণানুষ্ঠান। বক্তা: অসিত বসু, চন্দন সেন, বিভাস চক্রবর্তী, বেণু চট্টোপাধ্যায়, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, সুচারু দাস।

৩০ অক্টোবর। বর্ধমান CMS বিদ্যালয়। উদ্যোক্তা: প্রয়াস, বর্ধমান। আলোচনার বিষয়: 'প্রোপাগন্ডিস্ট উৎপল দত্ত ও আজকের থিয়েটারে তাঁর প্রভাব'। বক্তা চন্দন সেন।

৩ সেপ্টেম্বর। তপন থিয়েটার। 'অনীক' সম্মান। প্রাপক অরুণ মুখোপাধ্যায়, চিত্রা সেন, চন্দন সেন, গোলাম কুদ্দুস। জ্ঞাপক বিভাস চক্রবর্তী, সীমা মুখোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়ামত মণ্ডলা।

৩১ ডিসেম্বর। সুকান্ত সদন, ব্যারাকপুর। 'আস্থা' তপন দেব স্মারক সম্মান। প্রাপক চন্দন সেন।

২০১৯

২৭ মার্চ। বিশ্বনাট্য দিবস। আমাদের আহ্বান: 'নিরাপদ থিয়েটার নয়, চাই প্রতিস্পর্ধার থিয়েটার'

৫৮ তম বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী দিয়েছেন ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ কিউবার নাট্যবিদ্ কার্লোস সেলদ্রোন। বাণী অনুবাদক চন্দন সেন। সেটি পাঠ করেন অসিত বসু : *'নাটক নিজেই একটি দেশ— নাটক এক সংগ্রাম যা কখনো হারতে শেখেনি...'*

হাজরা পার্ক থেকে নেহরু চিলড্রেন মিউজিয়ম পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হয় বিকেল পৌনে পাঁচটায়। শতাধিক নাট্যদল ব্যানার নিয়ে সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এই পদযাত্রার আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজ্য কমিটি, IPTA; ক্রান্তিশিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ, সংস্কৃতি সমন্বয়, ভাষা ও চেতনা সমিতি, জনবাদী লেখক সংঘ, ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ছোট পত্রিকা সমন্বয় সমিতি...

... ...

আজ আর্থিক প্রাধান্য, অসহিষ্ণুতা ও কর্তৃত্ববাদের প্রতাপ বিশ্বনাগরিকতাকে জর্জরিত করে তুলেছে। ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানুষের অধিকার বিলোপের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা এবং চূড়ান্ত একক ক্ষমতার ভ্রূকুটিতে জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, নির্ভয়ে নাট্যচর্চা করা যাবে কি? সাংস্কৃতিক কর্মীরা সারা দেশে এবং রাজ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ, ইতিহাস বিকৃতি ও অন্তহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একত্র হবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে— শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে।

১৯ অক্টোবর। চেন্নাই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নাট্যেৎসব উদ্বোধন: চন্দন সেন।

বাংলাদেশে শততম প্রদর্শনী

২ মে ২০১৯ জ্ঞানবৃক্ষের ফল। 'নান্দীকার', চট্টগ্রাম

৪ মে ২০১৯ টু ইডিয়টস। 'কক্সবাজার থিয়েটার'

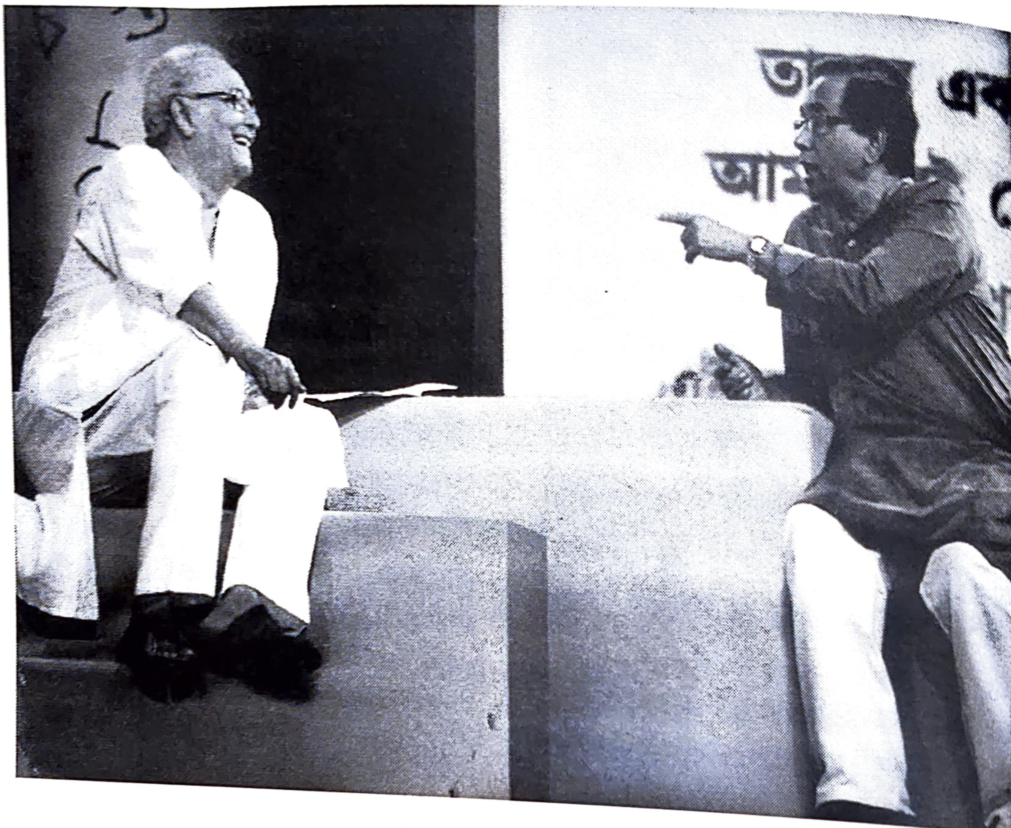
২০২০

২৪ জানুয়ারি। পুরুলিয়ার 'অন্যচাখে' আয়োজিত নাট্যোৎসব। উদ্বোধন : চন্দন সেন।

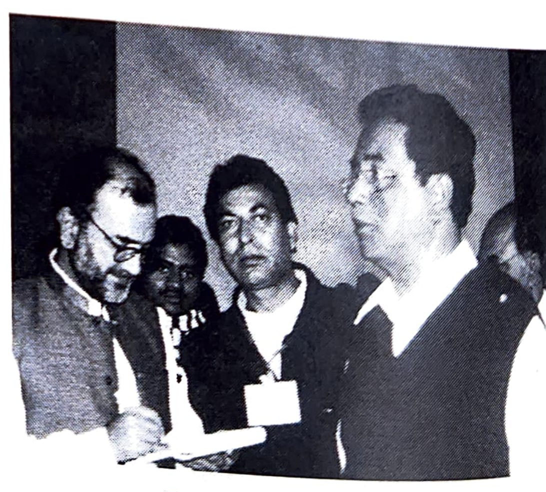
২৫ মার্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে লক ডাউন ঘোষণা করেন। সারা দেশে প্রথমে তিন সপ্তাহ, পরে তা বাড়ানো হয়। পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় মহামারী, মৃত্যু মিছিল...

লকডাউনের সময় গৃহবন্দী চন্দন সেন চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন।

বাংলা নাট্যজগতে ইন্দ্রপতন : ঊষা গাঙ্গুলী, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়...



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে



বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে



অশোক মুখোপাধ্যায় ও ঊষা গাঙ্গুলীর মাঝে